যায়যায়দিন

তারিখ: 11 MAY 2013 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠন প্রক্রিয়া ঝুলেই রইল

এম মামুন হোসেন

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নাম পরিবর্তন ও ক্ষমতা বাড়িয়ে 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' গঠনের প্রক্রিয়া ঝুলেই রইল। কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যপরিধি বাড়িয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণহীন স্বতন্ত্র একটি কমিশন গঠনের যে প্রস্তাব করা হয়েছিল তাতে অনেক বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়। ওই প্রস্তাবে কমিশনের চেয়ারম্যানকে পূর্ণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও পূর্ণকালীন সদস্যদের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতির পদমর্যাদা দেয়ার কথা বলা হয়েছিল।

জানা গেছে, ইউজিসি থেকে 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' গঠনে একটি খসড়া আইনের প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত খসড়া আইনের প্রস্তাব ভেটিংয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে এবং মতামতের জন্য জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। মন্ত্রণালয়দ্বয় পৃথকভাবে তাদের মতামত জানিয়েছে। মতামতে বলা হয়, উচ্চশিক্ষা কমিশনের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আইনে উল্লেখিত কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ, পদমর্যাদা ইত্যাদি সন্নিবেশিত ধারা বাদ দিতে বলেছে। চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা, বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সরকার নির্ধারিত হবে বলে মতামত জানিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

গত দুই দশকে দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও সম্ভাবনা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশে ৩৪টি পাবলিক ও ৭১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আরো প্রায় ৮-১০টি পাবলিক এবং অর্ধশতাধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন সরকারের বিবেচনাধীন। তবে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, ইউজিসির বর্তমান কাঠামো ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সম্ভব হচ্ছে না। তাই কয়েক বছর থেকেই কমিশনের সংস্কার এবং একে ভেঙে দিয়ে উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের দাবি উঠেছে। বিশেষ করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্টিফিকেট বাণিজ্য ও উচ্চশিক্ষা নৈরাজ্য বন্ধে ক্ষমতা না থাকায় ইউজিসি এক ধরনের নখদন্তহীন বাঘে পরিণত হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা কমিশন আইন-২০১২ নামে খসড়ায় উচ্চশিক্ষা কমিশনের গঠন, কার্য-প্রণালি, ক্ষমতা, ধারণা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। প্রস্তাবিত খসড়া মোট ১৬টি প্রধান ধারা এবং শতাধিক উপধারা রয়েছে। এতে দেশের ৩৪টি পাবলিক ও ৭১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকর্তারূপে উচ্চশিক্ষা কমিশনকে প্রতিষ্ঠা ছাড়াও দেশে পরিচালিত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রক করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশেষ করে 'ক্রসবর্ডার হায়ার এডুকেশন' (সিবিএইচই) এবং 'ট্রান্সন্যাশনাল এডুকেশন' (টিএনই) নিয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নতুন এ আইনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির গঠন কাঠামোতে। বর্তমানে একজন চেয়ারম্যান আর পাঁচজন পূর্ণকালীন সদস্য নিয়ে কমিশন গঠিত। আর উচ্চ কমিশন গঠিত হলে সেখানে আগের ৫ জনের বাইরে আরো ১১ জন খণ্ডকালীন সদস্য নিয়োগ পাবেন। ১১ জনের মধ্যে

কমিশন : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

কমিশন : উচ্চশিক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অনুক্রমণের ভিত্তিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন, অধ্যাপক ও তিন ক্যাটাগরি থেকে ৩ জন এবং পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ের ৩ জন সদস্য থাকবেন। কমিশন তার প্রয়োজনীয় বিধিমালা, রেগুলেশন প্রণয়ন করতে পারবে। সরকারি-বেসরকারি উৎস থেকে অর্থ নিয়ে কমিশন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করবে। এর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা ও মানোন্নয়নের কাজ করা হবে বলে প্রস্তাবিত আইনের ১১ নাম্বার ধারায় বলা হয়েছে।

প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষা কমিশনের খসড়া আইনে কমিশনের কার্যাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে, কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা এবং নীতি নির্ধারণ করবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক চাহিদা নিরূপণ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার গুণগতমান উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ রাখা নিশ্চিত করবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের রেটিং তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করানোর জন্য কমিশন কাজ করবে।

আইনে বলা হয়েছে, কমিশন কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রেডিট ট্রান্সফার এবং ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক বিনিময় কর্মসূচি পরিচালনা করবে। দেশে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কোনো বিভাগ, অনুষদ বা ইন্সটিটিউট, প্রোগ্রাম বা কোর্স চালু করার জন্য ন্যূনতম শর্ত নির্ধারণ করবে। শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শর্তাবলী নির্ধারণ করবে। 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০' অনুযায়ী কমিশনের ওপর অর্পিত সব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রণয়ন করবে। আইনে ১০ ধারায় 'পরিদর্শন ও তদন্ত' অংশে বলা হয়েছে, একাডেমিক বিষয়সহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা নিরূপণে কমিশন পরিদর্শন করতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হলে কমিশন স্বপ্রণোদিত বা কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ও রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. তাজমেরী এসএ ইসলাম বলেন, উচ্চশিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে স্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষায় সবকিছুতে সরকারের ভূমিকা ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি বলেন, দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধে বর্তমান ইউজিসির তেমন কোনো ভূমিকা নেই। কোথাও দুর্নীতি হলেও বর্তমান ইউজিসি কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। এটা হতে পারে ইউজিসির ক্ষমতা সীমিত। লাগামহীন অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে ইউজিসিকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

ইউজিসির সচিব মো. খালেদ বলেন, যে লক্ষ্য নিয়ে ইউজিসি যাত্রা শুরু করেছিল তা অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছে। ইতোমধ্যে পাবলিক এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। দেশে বসে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুযোগ মিলছে। কিন্তু দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও ইউজিসির ক্ষমতা তেমন একটা বাড়েনি। বর্তমান ইউজিসির আক্ষরিক অর্থে কোনো ক্ষমতা নেই। তিনি বলেন, দেশের উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন, মানোন্নয়ন, আন্তর্জাতিকীকরণ ও সম্প্রসারণ করার জন্য উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠন করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য, উচ্চশিক্ষার অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ, কার্যকর ও মানসম্মত এবং গবেষণামুখী উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে বিশ্বের বহু দেশেই স্বাধীন কমিশন বা পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় রয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যসহ কয়েকটি দেশে মন্ত্রণালয় আর শ্রীলংকা, পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশে কমিশন রয়েছে। তবে বাংলাদেশে ব্যতিক্রম। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা সরকার সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে।